



93506 - কছি মতবিরোধে কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন

আমার বাবা ও আমার ফুফুর মাঝে কছি পারিবারিক বিবাদ আছে। যার ফলে আমাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক বচ্ছিন্ন রয়েছে। এতে ককিণে গুনাহ হবো? উল্লখেয, আমার ফুফু তার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দেখতে আসনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

নঃসন্দহে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবরি গুনাহ। কুরআন-হাদসিরে অসংখ্য দললি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নর্দশে উদ্ধৃত হয়েছো। যো সব দললি আমাদের মহান শরয়িতে এ বধিয়টির মহা মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। কারণ ইসলামী শরয়ির মহান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—মানুষের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ও মলে-বন্ধন টকিয়ো রাখা।

আল্লাহ তাআলা বলনে: "এবং যারা আল্লাহ যা সংযুক্ত রাখার নর্দশে দয়িছনে তা সংযুক্ত রাখো (আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখো), নজিদেরে প্রভুকে ভয় করে ও কঠনি হিসাবরে আশংকায় থাকো।"[সূরা আর-রাদ, আয়াত: ২১]

হাদসি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যো কঠনি হুশিয়রী এসছে তার মধ্যে রয়েছে—

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছনে: "আল্লাহ যাবতীয় সৃষ্টিকে পয়দা করলনে। যখন তনি সৃষ্টি কাজ সমাধা করলনে, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে উঠলো: সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার কাছ আশ্রয়প্রার্থীদের এটাই যথাযোগ্য স্থান? তনি (আল্লাহ) বললনেঃ হ্যাঁ; তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যো, তোমার সাথে যো সুসম্পর্ক রাখবো, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যো তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। সো বলল: হ্যাঁ; আমি সন্তুষ্ট হো আমার রব! আল্লাহ বললনে: তোমার জন্য সোটোই হবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে, ইচ্ছে করলে তোমরা (এ আয়াতটি) পড়:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
الْفُرْقَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا

(অনুবাদ: তোমরা যদি মুখ ফরিয়ো নাও তবে তোমাদের কাছ থেকে পৃথিবীতে বপির্যয় সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

করা ছাড়া আর কী আশা করা যায়? ওরা তো তারাই আল্লাহ্ যাদরেক লানত করছেন, বধরি করে দিয়েছেন ও তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন। তারা কী কুরআন অনুধাবন করবে না? বরং তাদের অন্তরগুলোর উপর তালা দ্যো।" [সহিহ বুখারী (৫৯৮৭) ও সহিহ মুসলিম (২৫৫৪)]

যদি মানুষ আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ কী তা ভবে দেখে তাহলে দেখতে পাবে যে, এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থই এর কারণ; কয়ামতের দনি আল্লাহর কাছে যার কোন মূল্য নাই। কথিবা এর কারণ হচ্ছে—তাদের মাঝে শয়তানের প্ররোচনা। শয়তান হীন সব কারণে তাদের মাঝে শত্রুতা ও বদ্বিষে তরী কর; যে সব কারণ ভ্রুক্ষেপে করার মত কিছু নয়।

এমন কী সম্পর্ক ছিন্ন করার যথাযথ কারণও যদি থাকে তারপরও ইসলামী শরিয় সম্পর্ক রক্ষা করে চলার নির্দেশে দেয় এবং ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া, মাফ করে দেয়, ক্ষমা করে দেওয়া ও সহনশীল হওয়ার প্রতি মুমনিদেরকে উদ্বুদ্ধ করে; ভুলের পছন্দে লগে থাকা ও হিংসা-বদ্বিষে জহিয়ে রাখার প্রতি নয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় আছে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি; তারা আমার সাথে দুরব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে সহিষ্ণু আচরণ করি; তারা আমার সাথে মূর্খের মত আচরণ করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি যিহেনটি উল্লেখ করেছে যদি তুমি তিহেন হও তাহলে তুমি যিহেন তাদের মুখে গরম ছাই ছুড়ে দিচ্ছ। তুমি যতক্ষণ এর উপর অটল থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী থাকবে।" [সহিহ মুসলিম (২৫৫৮)]

ইমাম নববী 'শারহু মুসলিম' (সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা) গ্রন্থে (১৬/১১৫) বলেন:

হাদিসে المَلَّ শব্দে অর্থ: গরম ছাই। يَجْهَلُونَ (মূর্খের মত আচরণ করে) এর মানে তারা খারাপ ব্যবহার করে। (এ অংশের) মর্মার্থ: তুমি যিহেন তাদেরকে গরম ছাই খাইয়ে দিচ্ছ। এটি একটি উপমা—গরম ছাই খেতে যে কষ্ট হয় তাদের যিহেন তিহেন কষ্ট হচ্ছে। এ ইহসানকারীর কোন ক্ষতি নাই। বরং সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে ও তাকে কষ্ট দেওয়ার কারণে তাদের মহাপাপ হবে। কারো কারো মতে, হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে—তুমি তাদের প্রতি ইহসান করে তাদেরকে লজ্জিত করছ। তাদের কাছে তাদের নজিদেরকে ছোট করে দিচ্ছ— তাদের প্রতি তোমার অধিক দয়া ও তোমার সাথে তাদের অধিক দুরব্যবহারের মাধ্যমে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। [সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সম্পর্ক রক্ষাকারী সবে ব্যক্তি নয় যে ব্যক্তি অন্যে সম্পর্ক রক্ষা করলে সম্পর্ক রক্ষা করে। বরং ঐ ব্যক্তি হল সম্পর্ক রক্ষাকারী যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে সম্পর্ক রক্ষা করে।" [সহিহ বুখারী (৫৯৯১)]



প্রিয় ভাই, ইসলাম এমন আখলাকরে দকি আহ্বান করে। সুতরাং যবে ব্যক্তি তার বনোরে সাথে বা মায়রে সাথে সম্পর্ক ছন্নি করে তার এ কর্মরে প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করা অনুচিত। প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই, আপনার পতি কর্তৃক তার বনোরে সাথে সম্পর্ক ছন্নি করাকে আপনি সম্মতি দিয়ে জায়যে হবো না। বরং আপনার কর্তব্য, তার সাথে যোগাযোগ রাখা ও ভাল ব্যবহার করা এবং তার সাথে আপনার বাবার সম্পর্ক ঠিকি করার চেষ্টা করা এবং এর জন্য যা কিছু করা দরকার সেটো করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।